

বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি “ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী”।

এই বলিয়া গন্ধর্বনিন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেন :

শ্যামা মা উড়াছ ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)।
 (ওই যে) আশা-বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
 কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
 ঘুড়ি সগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
 বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
 ঘুড়ি লক্ষের দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি ॥
 প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
 ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥

“তিনি লীলাময়ী! এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।”

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসম্ভব হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই “লক্ষের দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।” (সকলের আনন্দ)

“তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, ‘যা, এখন সংসার করগে যা।’ মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।”

ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান করে গাইতেছেন :

আমি ওই খেদে খেদ করি।

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥

মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি।

আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ-সব তোমারি চাতুরী ॥

কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি।

যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥

যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমারি।

(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী ॥

প্রসাদ বলে, মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি।

(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

“তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। ‘প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি।’”

[কর্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা—সংসার ও নিষ্কামকর্ম]

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে-বসে বেশ আছ। সা-রে-মা-তে! (সকলের হাস্য) তোমরা বেশ আছ। নক্স খেলা জানো? আমি বেশি কাটিয়ে জুলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই; তাই আমার মতো জুলে যাও নাই। খেলা চলছে—এ তো বেশ। (সকলের হাস্য)

“সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। একহাতে কর্ম কর, আর-একহাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুইহাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

“মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে-রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে-রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। দেখ না, যদি একটু ইংরেজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরেজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট। (সকলের হাস্য) আবার পায়ে বুটজুতা, শিস দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ, তো সেইরকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ, ঈশ্বরচিন্তা, হরি কথা—এই সব হবে।

“মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান। একজনকে একভাবে, সন্তানকে আর-একভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।”

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ [গীতা—১৮।৬৬]

ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ—খ্রীস্টধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)—মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, “বিষ নাই” জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি “আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত” এই কথাটি রাখ করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

[পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের বাইবেল শ্রবণ—কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস]

“খ্রিস্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল ‘পাপ আর পাপ’। (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল ‘পাপ’। যে ব্যক্তি ‘আমি বদ্ধ’, ‘আমি বদ্ধ’ বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়! যে রাতদিন ‘আমি পাপী’, ‘আমি পাপী’ এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

“ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—‘কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি! আমার আবার বন্ধন কি?’ কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষণ পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই একঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত—মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে।

“ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

“কেবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ এই সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।”

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেন :

“আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥

“আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, ‘মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও’।”

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)— একটি রামপ্রসাদের গান শোন :

“আয় মন, বেড়াতে যাবি।

কালী-কল্পতরুমূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।

ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি ॥

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।

যখন দুই সতীনে পিরিত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥

অহংকার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।

যদি মোহগর্তে টেনে লয়, ধৈর্যখোঁটা ধরে রবি ॥

ধর্মধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছখোঁটায় বেঁধে থুবি।

যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখণ্ডে বলি দিবি ॥

প্রথম ভাষার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।

যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥

প্রসাদ বলে, এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।

তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতো মন হবি ॥

“সংসারে ঈশ্বরলাভ হবে না কেন? জনকের হয়েছিল। এ-সংসার ‘খোঁকার টাটি’ প্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করলে—

এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই-দাই আর মজা লুটি।

জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসের ছিল ঋটি।

সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।” (সকলের হাস্য)

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনক রাজা—গৃহস্থের উপায়—নির্জনে বাস ও বিবেক]

“কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায় সেও

ভাল। এমনকি অবসর পেয়ে একদিনও নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোক মাগছেলের জন্য একঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল? নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়! সংসারের ভিতর কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতি বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

“রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে-ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয়—জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা—জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না; এরূপ জিনিসও ঘরে রয়েছে; যৌষিৎসঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার।

“বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য—হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দুদিনের জন্য। এইটি বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোন :

[আর উপায়—ঈশ্বরে অনুরাগ—গোপীদের মতো টান বা স্নেহ]

বংশী বাজিল ওই বিপিনে।

(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়িয়ে আছে)

তোরা যাবি কি না যাবি বল গো ॥

তোদের শ্যাম কথার কথা।

আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই) ॥

তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে।

বাঁশী আমার বাজে হৃদয়মাঝে ॥

শ্যামের বাঁশী বাজে, বেরাও রাই।

তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই ॥”

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাди ভক্তদের বললেন, “রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা কর। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সংনিয়ম্যেচ্ছিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

তে প্রাপ্তবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ [গীতা—১২।৪]

শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার—সর্বভূতহিতে রতাঃ

ভাটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়গোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরও খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর জাহাজ গিয়াছিল, অনেকেরই জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্ দিক দিয়া সময় যাইতেছে, হুঁশ নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট।